

### এমপিওভুক্ত শিক্ষক- কর্মচারিগণের চাকরি জাতীয়করণ প্রসঙ্গে

সরকার ১৯৯৪ সালের এক আদেশবলে আদেশজারির পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষক-কর্মচারিগণকে তাদের বেতন-ভাতাদি বাবদ যে অনুদান প্রদান করতেন সেই অনুদানকে তাদের বেতন-ভাতার সরকারের অংশে পরিণত করেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৯/৯৪ তারিখের শাখা নং শা-১১/দাবি (শিঃ)-১/৯৪ (অংশ-২)/৩৮১-শিক্ষা (নথি নং শাঃ ৩/১ জি ৬৫/৯৪) নম্বর আদেশে শিক্ষক-কর্মচারিগণের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ৭০% হতে ৮০%-এ উন্নীত করেন। তখন হতে এমপিওভুক্ত প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের তার সমপদের শিক্ষক-কর্মচারীর সমান বেতন স্কেলে মূল প্রারম্ভিক বেতনের ৮০% তার বেতনের সরকারের অংশ হিসেবে পাচ্ছেন। সরকার একমাত্র সরকারি কর্মচারিগণকেই বেতন প্রদান করেন। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যে কর্তৃপক্ষ মূল বেতনের অর্ধেকের বেশিরভাগ প্রদান করেন সেই কর্তৃপক্ষই ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল কর্তৃপক্ষ। মূল বেতনের অর্ধেকের বেশি অংশ প্রদানকারী সরকারই এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণের মূল কর্তৃপক্ষ। যখন হতে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণকে সরকার তাদের বেতনের ৮০% অর্থাৎ মূল বেতনের অর্ধেকের বেশিরভাগ, বেতনের সরকারের অংশ হিসেবে রাজস্ব বাজেট হতে প্রদান করছেন, তখন হতেই এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণের চাকরি জাতীয়কৃত হয়েছে। যে আদেশে সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণকে তাদের বেতনের ৮০% অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি অংশ মঞ্জুর করেছেন সেই আদেশের অন্তর্নিহিত অর্থে ও শক্তিতে

তাদের বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগ অনুমোদিত হয়ে তাদের চাকরিও সরকারি চাকরিতে পরিণত হয়েছে। চাকরি সরকারি করেই কেবল সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিগণকে মূল প্রারম্ভিক বেতনের ৮০% প্রদান করছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, শিক্ষক-কর্মচারিগণের চাকরি জাতীয়কৃত হয়েছে কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারিগণ জাতীয়কৃত চাকরির সকল সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারিগণ সরকারি কোষাগার হতে মাত্র ৫০% বেতন পেয়ে সরকারি চাকরির সকল সুবিধার ৫০% পাচ্ছেন।

এমপিওভুক্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে জাতীয়কৃত চাকরির সকল পাওনা যেমন বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাড়িভাড়া ভাতা, উৎসব বোনাস, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, পদোন্নতি ও এলপিআর প্রদান করার জন্য সদাশয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আবদুল আজিজ খান

অধ্যক্ষ

হাজী জামাল উদ্দিন কলেজ, ভাসুড়া

পোঃ ভাসুড়া, পাবনা।